তারিখ 28 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বই মেলার এই সমাপ্তি দিনে

আজ ফেব্রুয়ারীর শেষ দিন—শেষ দিন বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে জমাট বইমেলার। বইমেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাবতে বেশ কষ্ট হয়। আমাদের একঘেয়ে দিন যাপনে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া দিয়ে তিনটি সপ্তাহের বিকেলগুলোকে আনন্দময় করে রেখেছিল এই বইমেলা। কষ্টকর হলেও এ সমাপ্তিকে মেনে নিতেই হবে। শুরু যার আছে, সমাপ্তি তার অনিবার্য। তাছাড়া স্থায়িত্বের সীমাবদ্ধতাই মেলার এক বড় আকর্ষণ। প্রতি দিনের বা সন্ধ্যার বাজার নয় বলেই মেলা চিত্তহারী।

বইমেলা বা গ্রন্থ প্রদর্শনী এ সমাজে নতুন সংযোজন হলেও বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণের এ মেলাই প্রথম কিংবা একমাত্র নয়। আগেও কিছু ছিল, এখনও আরও কিছু আছে। তবু বাংলা একাডেমীর এ আয়োজন সবকিছু ছাড়িয়ে প্রিয়তর হয়ে উঠেছে। এই বড় আর প্রিয় হয়ে ওঠা অকারণ কিছু নয়। এ মেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অমর একুশের স্মৃতি। যে স্মৃতি এই দেশ আর জাতির পুনরুত্থানের উৎস হিসাবে চিহ্নিত, প্রতিটি হৃদয়ে ভালোবাসার উষ্ণ আবেগে মণ্ডিত। বই মেলার সূচনা শহীদ মিনারে একুশে উদযাপনীকে উপলক্ষ করে। উৎসাহী তরুণেরা সংকলনের পসরা নিয়ে বসতেন মেলার পাশে। ক্রমে তা সরে আসে বাংলা একাডেমীর বটতলে। সংকলনের পাশাপাশি সদ্য প্রকাশিত বইও দেখা দিতে শুরু করে।

একুশের স্মৃতি আপ্লুত নাগরিকেরা বই-এর প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজনকে সংগঠিত রূপ দেয়ার দায়িত্ব বর্তায় বাংলা একাডেমীর উপর। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতা নিয়ে একাডেমী এ নতুন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। সম্ভবত সাতাত্তর থেকে সুসংগঠিত বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে একাডেমী প্রাঙ্গণে।

সেই থেকে প্রতি বছর এ মেলার আকর্ষণ আর পরিসর বেড়েই চলেছে। বইমেলা আমাদের এই নগর জীবনে বৃহত্তম উৎসবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এর গুরুত্ব জাতীয় জীবনেও অপরিসীম হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় বইমেলা আজ আমাদের সাহিত্যের প্রকাশনার মওসুম। প্রতিটি প্রকাশনালয় এই মেলাকে সামনে রেখেই সংবৎসরের পরিকল্পনা রচনা করে থাকে। ভালো কি মন্দ সে বিচারে যাচ্ছি না, খোদ বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা তৎপরতাও মেলাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এক বছরের সাধনা এক মাসে সামনে নিয়ে আসায় বিস্তর সমস্যা আছে। ভালো দিকও কিছু রয়েছে। বই-প্রেমী আর ক্রেতারা পরিচিত হওয়ার একটা সুযোগ পান, আর সারা বছর যারা বই থেকে দূরে থাকেন তারাও একুশের আবেগ তাড়িত হয়ে কিছু হলেও বই কেনেন। থোক বিক্রি প্রকাশকদের উৎসাহ যোগায়।

প্রকাশনা তৎপরতা বছরের একটা সময়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলে ছাপাখানা আর বাঁধাইঘরের উপর চাপ পড়ে। প্রকাশকদের বাড়তি কড়ি গুণতে হয়। সন্তুষ্ট থাকতে হয় নিম্নমানের কাজে। কাগজ নিয়েও কম ঝামেলায় পড়তে হয় না। এবার তো এই কাগজের ঝামেলা অনেক প্রকাশককেই লক্ষ্য পূরণ করতে দেয়নি। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা আর দুর্মূল্যের ফলে আশানুরূপ সংখ্যক নতুন বই প্রকাশিত হতে পারেনি।

নানা কারণে আমাদের গোটা ব্যবসায় জগতে একটা মন্দা চলছে। সবার অভিযোগ—বিক্রিবাটা এবার খুবই কম। বই-এর বাজারও কোনো ব্যতিক্রম নয়। তবু আশার কথা এই, এরই মাঝে মেলাতেই কোনো কোনো বই-এর সংস্করণ শেষ হওয়ার প্রান্তে পৌঁছেছে। এক সঙ্গে পাঁচ হাজার বই ছেপেও কোন কোন প্রকাশক আক্ষেপ করছেন আরও বেশি না ছাপার জন্যে।

আমাদের প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ এক বড় অগ্রগতি। বাংলা বই-এর প্রথম সংস্করণ সোয়া এক হাজারের বরাদ্দ ছাড়াতে পেরেছে এ বই মেলারই অবদান। এটুকু অগ্রগতি কম কথা নয়। বই কেনার সঙ্গে পড়ার অভ্যেস আর তার সঙ্গে সাহিত্যের সার্বিক অগ্রগতির যোগ অবিচ্ছেদ্য। পাঠ-বিমুখতার অপবাদ ঘুচলে অনেক আবিলতারই অবসান ঘটবে।

বই মেলা আজ এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে যে ঢাকার মানুষই যে বিকেল হলেই বই মেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েন তাই নয়, অনেকেই আসেন দূর-দূরান্ত থেকে, আসেন ভিন্ন দেশ থেকে। নতুন বই-এর সঙ্গে পরিচয় ছাড়াও লেখক-পাঠক যোগাযোগেরও এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে এই বইমেলা। দু'পক্ষের এই দেয়া-নেয়া আমাদের সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করবে। সময়ের চাপে বছরভর বিচ্ছিন্ন বন্ধুকে কাছে পাওয়ারও এক বিরল উপলক্ষ এই মেলা। সব মিলিয়ে বইমেলা তাই সমাজ সাহিত্যের মিলন তীর্থ।

গোলাপের পাশে কাঁটার অবস্থানের মত আনন্দের পাশে কিছু বিষাদের স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। যে বই মেলা আজ শেষ হতে চলেছে তার স্মৃতি অবিমিশ্র আনন্দের স্মৃতি হলে অবিশ্যিই আমাদের সুখের সীমা থাকতো না। হয়নি বলেও অবিশ্যি হতাশ হওয়ার কিছু নেই। বিষাদ আছে বলেই আনন্দের আয়োজন। তাকে জয় করার সাধনাতেই সকল আয়োজনের সার্থকতা। বই মেলার আয়োজনকে সে সাধনার উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে হবে।

বইমেলাতে সব শ্রেণীর মানুষের ভিড় জমে। বিনোদনের সহজ সুযোগবিহীন এ নগরীতে ভিড় সীমা ছাড়াবে এতে যেমন অবাক হওয়ার কিছু নেই, তেমন ভালোর সঙ্গে মন্দের সমাবেশেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। ভালো-মন্দের মিশ্রণ বেদনাদায়ক সংঘাত আর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে, অবাঞ্ছিত হলেও একে স্বাভাবিক বলেই মানতে হবে। ভালোকে আরও বড়, আরও আকর্ষণীয় করে তোলার প্রয়াস যদি অব্যাহত থাকে মন্দের পরিসর ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসবে, ভরসা রাখা চলে।

বই মেলার সংগঠন বাংলা একাডেমীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হয়েও অন্যতম প্রধান দায়িত্বের পরিণতি পেয়েছে। এ দায়িত্বের গুরুত্ব অনুধাবনে একাডেমী যেমন ভুল করেনি, দায়িত্বের যথাযথ পালনে নিষ্ঠারও কোন ঘাটতি নেই। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা একাডেমীর কর্মীদের যথেষ্ট দক্ষও করে তুলেছে। মাসব্যাপী উৎসবের পরিকল্পনা আর পরিচালনায় সে দক্ষতার ছাপ পরিস্ফুট। তবে স্থান সংকুলানের সমস্যা ক্রমেই অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছে। স্বল্প পরিসরে উপছে পড়া ভিড়ই অনেক বিপত্তির কারণ। এর একটা কিছু সুরাহার কথা এখনই ভাবা উচিত। জায়গাতো ইচ্ছে করলেই টেনে বাড়ানোর উপায় নেই, সমাধান তাই অন্যপথে খুঁজতে হবে। দোকানের সংখ্যা কিছু কমিয়ে, বই ছাড়া অন্য পসরার পরিবেশনা অন্যত্র সরিয়ে কিছু করার কথা ভাবা যায় কি?

বই মেলার দর্শক সমাগম তিনটি সপ্তাহ প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। আশাবাদকে উজ্জীবিত করেছে। এই দর্শকেরা প্রত্যেকে যদি একখানা করেও বই কেনেন পরিপূর্ণ তৃপ্তির কারণ ঘটবে। বইমেলার শেষ দিনের কামনা। পরবর্তী আয়োজন তেমন সাফল্যে চিহ্নিত হোক। এই মহতী আয়োজন সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ থেকেও মুক্ত হয়ে উঠুক।

—সালেহ চৌধুরী